যুগান্তর

তারিখ 18 NOV 2013
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৭

টেন্ডারবাজির 'সমঝোতা টাকা'র ভাগ নিয়ে শিক্ষাভবনে তুমুল উত্তেজনা

দুই গ্রুপের সশস্ত্র মহড়া

যুগান্তর রিপোর্ট

আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধের জের ধরে রোববার রাজধানীর শিক্ষাভবনে সরকারপন্থী ক্যাডারদের এক গ্রুপের হামলায় আরেক গ্রুপের একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। এ সময়ে ঘটনাস্থল থেকে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) কয়েকজনকে আটক করলেও পরে তাদের ছেড়ে দেয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা গেছে, পুরনো দেনা-পাওনার হিসাব আর নতুন টেন্ডার দখলকে কেন্দ্র করে সরকার সমর্থক ক্যাডাররা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। এরপর প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে মুখোমুখি অবস্থান করছে দুটি গ্রুপ। এমনকি তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র মহড়া এবং পাল্টা মহড়া দিচ্ছে। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত অবধি ঘটছে এ ঘটনা। এতে গড়ে শতাধিক ক্যাডার যোগ দিচ্ছে। এ নিয়ে শিক্ষাভবনে বিরাজ করছে চরম উত্তেজনা। এরই ধারাবাহিকতায় রোববার এক গ্রুপ আরেক গ্রুপের উত্তেজনা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৭

উত্তেজনা : শিক্ষাভবনে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ওপর হামলা চালায়। বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছে, শক্তি বৃদ্ধির জন্য উভয় গ্রুপই জড়ো করেছে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার পুলিশ ঘোষিত শীর্ষ সন্ত্রাসীদের বিশেষ বাহিনী। তাদের মধ্যে কিলার বাহিনীও রয়েছে। সংশ্লিষ্টদের আশংকা, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে উভয় গ্রুপের মধ্যে যে কোনো মুহূর্তে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতে পারে। এ নিয়ে শিক্ষাভবনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে তীব্র উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। সাধারণ ঠিকাদাররাও রয়েছেন চরম আতংকে। তারা টেন্ডার দাখিল করতে পারছেন না।

পুলিশ এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষাভবনে বর্তমানে মহড়া দেয়া দুটি গ্রুপের একটির প্রধান হচ্ছেন শিক্ষাভবনেই টেন্ডারবাজির ঘটনায় ২০০০ সালে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুহসিন হলের সাবেক সভাপতি শফিক ওরফে টেন্ডার শফিক। তার সঙ্গে ছাত্রদল শাহবাগ থানার নেতা রাজু, জুয়েল, মামুন, মিন্টু, রিপন, সোহেল, সুমন, আলিয়া মাদ্রাসার শিবির নেতা আসাদ প্রমুখ রয়েছেন। বিপরীত গ্রুপে রয়েছে মিজান-মামুনের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত গ্রুপ। তার সঙ্গে শিক্ষাভবনে যাতায়াতকারী গোপালগঞ্জ কেন্দ্রিক সরকারি দলের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতা বিশেষ করে গোপালগঞ্জের মিন্টু, মহানগর ছাত্রদলের সহ-সভাপতি মিলকান, টেন্ডার শফিকের এক সময়কার বিশ্বস্ত সহচর ও চার খলিফা নামে পরিচিত ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মিজান এবং আপ্যায়ন সম্পাদক কাওসারসহ বাকি দু'জন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফ, সাবেক আন্তর্জাতিক সম্পাদক জুয়েল রানা মিঠু এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক বিভিন্ন হলের নেতাকর্মীরা। এছাড়া স্বেচ্ছাসেবক লীগ এবং যুবলীগেরও একটি অংশ রয়েছে বলে জানা গেছে।

বিগত প্রায় ৫ বছর ধরে ভবন নিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন টেন্ডার দখল থেকে পাওয়া কমিশনের ভাগ না পেয়ে শফিককে ছেড়ে আলাদা গ্রুপ গঠন করেন তারই এক সময়কার বিশ্বস্ত চার সহচর এফ রহমান হলের মিজান, মুহসিন হলের রিজান, মামুন ও কাওসার।